যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

NOV 19 2002

নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে : শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

বিগত সরকারের প্রণীত শিক্ষানীতি ২০০০ বাস্তবায়ন বর্তমানে স্থগিত আছে। সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি করবে। ভবিষ্যতের শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়, নৈতিক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হবে। গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিএনপির অধ্যাপক জয়নাল আবেদিনের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, জাতীয় ভাবধারা ও মূল্যবোধের আলোকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য নতুন জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে। কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পরই নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার অতীতের মতো দীর্ঘদিনে কাজ করবে না। বিগত সরকার ১৯৯৭ সালে কমিশন গঠন করে এবং শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে ২০০০ সালে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দ্রুত সময়ের মধ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে।

সংসদে প্রশ্নোত্তর

নির্দলীয়ভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণ : আওয়ামী লীগের শামসুর রহমান শরীফের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিগত সরকারের মতো দলীয়ভাবে নয়, নির্দলীয়ভাবে বর্তমান সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজ করবে। আওয়ামী লীগের কর্নেল (অব.) ফারুক খানের অপর এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গত ৫ বছর বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়েছে কিন্তু অর্থ বরাদ্দ ছিল না। এ কারণেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ শেষ করা যাচ্ছে না।

ইংরেজি শিক্ষক সংকট : বিএনপির মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী সংসদকে জানান, দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ইংরেজি শিক্ষকের সংকট রয়েছে। তিনি জানান, এ সংকট দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

বেসরকারি শিক্ষকদের উৎসব বোনাস : জামায়াতে ইসলামীর শাহজাহান চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের উৎসব ভাতা প্রদানের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। প্রয়োজনীয় অর্থ সাশ্রয় সাপেক্ষে অদূর ভবিষ্যতে এটি বাস্তবায়িত হবে।